দস্যুবৃত্তি করি নিত্য ভুঞ্জিয়াছি দুঃখ।
একদিন বৈরাগী হইয়া কত সুখ।
কল্য যারা আমাকে ক'রেছে দূর দূর।
তাহারা আদরে বলে 'বৈষ্ণব ঠাকুর।।'
রাজ-দূত দণ্ড দিত আমাকে ধরিয়া।
রাজা মোরে দণ্ড দেছে কারাগারে নিয়া।।
সেই রাজা সেই দূতে ব'য়ে দেয় ভেট।
বোধ হয় যমরাজা মাথা করে হেঁট।।
কিবা মন্ত্র লীলাজী দিলেন শিখাইয়া।
জগৎ বৈষ্ণব হো'ক আমাকে দেখিয়া।।
কিবা বৈষ্ণবের গুণ কহা নাহি যায়।
বেশ ধরিলেই মাত্র চোর সাধু হয়।।
একদিন মাত্র আমি সাধু-সাজ-পরি।
আর ফিরে মোর মনে আসে না'ক চুরি।।
একবার নাম নিলে যত পাপ হরে।
পাপীর কি শক্তি আছে তত পাপ করে?
এই জন্যে নামে হ'ল ব্রহ্মাদেব দীক্ষে।
অভেদ নামনামীন পাইনু পরীক্ষে।।
এইজন্য নামে হৈল বৈষ্ণবী পার্বতী।
এইজন্য রত্নাকর ছাড়ে দস্যুবৃত্তি।।
নারায়ণ অংশে রত্নাকর জন্ম ধরে।
নামের মাহাত্ম্য জানাইতে পাপ করে।।
যার নাম সেই এই মাহাত্ম্য জানাল।
আর এক কথা মোর মনেতে হইল।।
জেনে-তত্ত্ব নামে-মত্ত শঙ্কর গোঁসাই।
যাঁর নাম তাঁর অঙ্গ তা'রাই তা'রাই।।
পাপী করে পাপ তাপ সাধুসঙ্গ লয়।
একবার নাম নিলে সর্বপাপ ক্ষয়।।
অন্নকষ্টে ছলা করে বেশ ধরিলাম।
অনিচ্ছাতে নাম ল'য়ে বৈষ্ণব হৈলাম।।
আমি যে বৈষ্ণব তাহা আমি কেন কই?
ইহাতে আমি কি বড় অপরাধী হই?
আমি যে বৈষ্ণব আমি যদি নাহি কই?
তাহা না বলিলে নামে গুণ থাকে কই?
লীলাজী গুরু যে মম তার গুণ কই।
তাঁহার পরশে আমি বৈষ্ণব যে হই।।
পরশ পরশে যথা লৌহ হয় সোনা।
বৈষ্ণব পরশে কেন বৈষ্ণব হ'ব না?
হাতে তালি দিয়া বলিল যে সাধু সব।
'চোর ছিল দ্বিজসূত হইল বৈষ্ণব।।'
বৈষ্ণবের মুখ-পদ্ম-বাক্য অখণ্ডিত।
অই বলে আমি সাধু হইনু নিশ্চিত।।
খেতে শুতে বসিতে আমার চিন্তা নাই।
ভক্ত-দাসী লক্ষ্মী-মাতা কুবের সেবাই।।
জীব-সৃষ্টি করে সে কি আহার দিবে না?
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম করহ ভাবনা।।
যে কিছু দেখহ ভাই কৃষ্ণের সকল।
আর সব ধাঁধাঁবাজী বল হরিবল।।
একদিন লীলাজী মহোৎসবে যেতে।
সদাগর বাটী যায় বহু-শিষ্য সাথে।।
লীলাজীর মন হ'ল, দস্যু ব্রাহ্মণেরে।
দিয়াছিনু মন্ত্র দেখে যাই সে কি করে।।
এতেক ভাবিয়া সাধু বাহুড়ী চলিল।
দস্যু-শিষ্য বাটী এসে উপনীত হ'ল।।
দূরে থেকে লীলাজীকে করি দরশন।
উর্দ্ধবাহু করি নৃত্য ক'রেছে ব্রাহ্মণ।।
ক্ষণে কক্ষবাদ্য করে ক্ষণে দণ্ডবৎ।
লীলাজী চরণে নমে হ'য়ে পদানত।।
লীলাজীকে স্কন্ধে করি নাচিতে নাচিতে।
'হরি হরি' বলি ল'য়ে চলিল বাটীতে।।
রাজভেট সামগ্রী যতেক ছিল ঘরে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তা'তে গুরু সেবা করে।।
গ্রাম্য লোকে করে সুখে জয় জয় ধ্বনি।
'খাও খাও লও লও', এইমাত্র শুনি।।